# দুর্গাপুর পুলিশের জালে ৫ কুখ্যাত দুষ্কৃতী

**নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ** সাফল্য দুর্গাপুর পুলিশের। বমাল ৫ জন সশস্ত্র দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করলো দুর্গাপুর থানার পুলিশ। উদ্ধার ৫৭টি মোবাইল ফোনসহ বিপুল সামগ্রী। ধৃতদের রবিবার পুলিশি হেফাজতে চেয়ে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বেশকিছুদিন ধরেই দুর্গাপুরের বিভিন্ন এলাকায় মোবাইল দোকান থেকে ফাঁকা বাড়িতে চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে বড়োসড়ো সাফল্য পেলো দুর্গাপুর থানার পুলিশ। ৫ জন সশস্ত্র কুখ্যাত দুষ্কৃতি ধরা পড়লো পুলিশের হাতে। দুর্গাপুরের বেনাচিতি নতুনপল্লীর বাসিন্দা রাজু প্রধানকে গ্রেপ্তার করার পর আরো ৪ জন গ্রেপ্তার হয়। বাকিরা হল ঋষভ প্রসাদ, গোপাল বাউরি, বেসন রুইদাস, পাপ্পু চৌহান। এদের কাছ থেকে ৩৩টি নতুন মোবাইল, ২৪টি পুরানো মোবাইল, ৩টি মোটর সাইকেল, ১টি চারচাকা গাড়ি, ২টি বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র এবং ২ রাউন্ডগুলি সহ আরো বহু কিছু উদ্ধার হয়েছে। ধৃতরা দুর্গাপুর থানা এলাকা ছাড়াও দুর্গাপুর মহকুমার বেশ কিছু থানা এলাকায় বিভিন্ন অপরাধমূলক ঘটনার সাথে যুক্ত বলে রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি করেন ডিসি (১ পূর্ব) অভিষেক মোদী। তিনি এদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, এরা প্রত্যেকে কুখ্যাত দুষ্কৃতি। এদের কে গ্রেপ্তার করবার পর বহু সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। ১০ দিনের পুলিশি হেফাজত চাওয়া হয়েছে। এদের পুলিশি হেফাজতে নিয়ে আরো কোন অপরাধের সাথে যুক্ত সেসম্পর্কে জানা যাবে। এই কুখ্যাত দুষ্কৃতিদের ধরা হয়েছে দুর্গাপুর থানা এলাকার কাণ্ডেশ্বর থেকে কাদারোড যাওয়ার রাস্তার পাশে একটি পুকুরের ধার থেকে। পুলিশের দাবি সেখানে ওরা বসেছিল আরো কোথাও চুরির উদ্দেশ্যে। এই কুখ্যাত দুষ্কৃতিদের নাগালে পাওয়া যে দুর্গাপুর পুলিশের বড়ো সাফল্য তা আর বলবার অপেক্ষা রাখেনা।

# লুপ্তপ্রায় ৭৩টি কচ্ছপ উদ্ধার বর্ধমানে

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ** লুপ্তপ্রায় বিরল প্রজাতির ৭৩টি কচ্ছপ একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার করল বর্ধমান থানার পুলিশ। উদ্ধার হওয়া কচ্ছপগুলি এ রাজ্যের খালবিলে থাকা প্রজাতির কচ্ছপ নয়। ভিন রাজ্য থেকে চোরাপথে এগুলিকে নিয়ে আসা হয়েছে পূর্ব বর্ধমান শহরের কালনা গেট লাগোয়া একটি গোপন ডেরায়। সেখান থেকে উদ্ধার করে কচ্ছপগুলিকে শনিবার দিন জেলা বন দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে পুলিশের কাছে খবর আসে কালনা গেটের একটি বাড়িতে কচ্ছপগুলিকে গোপন পথে নিয়ে এসে জড়ো করা হচ্ছে। সেই সূত্র ধরে এদিন সেখানে হানা দিয়ে দেখা যায় লাল, নীল, সবুজ বড়ো বড়ো গামলায় পাঁচটি-ছটি করে কচ্ছপ রেখে দেওয়া হয়েছে। এই ধরণের মোট ১২টি প্লাস্টিকের গামলায় এগুলিকে রাখা হয়েছিল। সেগুলিকে উদ্ধার করার সময় দেখা গেল তাদের মধ্যে একটি কচ্ছপের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকেই বনদফতরকে খবর দেওয়া হলে বন দফতরের কর্মীরা এসে সেগুলিকে উদ্ধার করে।

এক বনকর্মী জানান, এখানে যে কচ্ছপগুলি পাওয়া গেছে সেগুলি এ রাজ্যের সাধারণ পুকুর-খালে-বিলে যে কচ্ছপ দেখা যায় সেই প্রজাতির নয়। আমাদের কাছে এটি বিরল প্রজাতির কচ্ছপ। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশে এই ধরণের কচ্ছপ সাধারণত দেখা যায়। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ইতিপূর্বে পালসিট টোল প্লাজার কাছ থেকে দফায় দফায় কয়েকশো কচ্ছপ উদ্ধার করা হয়েছে। সেগুলিকে বন দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ফের এদিন বর্ধমান শহরের কালনা গেট এলাকা থেকে প্রচুর বিরল প্রজাতির কচ্ছপ উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে। তবে বারবার কোথা থেকে কারা এত কচ্ছপ নিয়ে আসছে, চক্রের সাথে অন্য কারা যুক্ত আছে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানার চেষ্টা করছে।

# মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কালবৈশাখীর ক্ষতি দেখতে বর্ধমানে কৃষি উপদেষ্টা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ** কালবৈশাখীর তান্ডবে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের বিনা পয়সায় বীমার টাকা যাতে চাষিদের পাইয়ে দেওয়া যায় সেইজন্য কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছে রাজ্য সরকার। কালবৈশাখীর তান্ডবে শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমানে বিঘের পর বিঘে কৃষি জমি বিপর্যয়ের খবর পেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কৃষি উপদেষ্টা প্রদীপ মজুমদার ক্ষতিগ্রস্থ কৃষিজমি পরিদর্শন করলেন। তিনি প্রথমেই বর্ধমান-১ ব্লকের বিভিন্ন গ্রামের কৃষি জমি ঘুরে দেখলেন। তিনি কৃষকদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। এদিন টুবগ্রামের বাসিন্দা বিধবা ছবিরাণী সামন্ত প্রদীপবাবুর কাছে কান্নায় ভেঙে পড়েন। প্রদীপবাবুকে তিনি জানান, অনেক কষ্ট করে তিনি ভাগে ৫ বিঘে জমিতে বোরো চাষ করেছিলেন। মাঠে ধান পেকেও গিয়েছিল। খুব তাড়াতাড়িই তিনি ধান কাটার জন্য উদ্যোগও নিয়েছিলেন। কিন্তু তার আগেই প্রাকৃতিক এই দুর্যোগে তার সবশেষ হয়ে গেছে। এই চাষের জন্য তিনি ঋণগ্রস্থও হয়েছেন। আশা ছিল ধান বিক্রি করেই তিনি দেনা শোধ করবেন। এদিন তিনি রীতিমত কান্নায় ভেঙে পড়েন প্রদীপবাবুর সামনে। তাঁকে আশ্বস্ত করে প্রদীপবাবু জানিয়েছেন, তিনি চেষ্টা করবেন। এদিন প্রদীপবাবু জানান, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষি ভাইদের উৎপাদিত ফসলের অনেক ক্ষতি হয়েছে। এই বিপর্যয়ের খবর পেয়েই সরকারের পক্ষ থেকে আমরা গ্রামগঞ্জে এসে ক্ষতির পরিমাণ দেখে বোঝার চেষ্টা করছি। আমরা গত ৩ বছর ধরে চেষ্টা করছি কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য যাতে কৃষকরা বীমার সুযোগটা নেন। এই রাজ্য সরকারের উদ্যোগে সম্পূর্ণ বিনা খরচে এই বীমা করা হয়। অনেকেই এই বীমা করেছেন। সেখানে আমাদের মূল লক্ষ্য, যাদের ক্ষতি হয়েছে তারা যাতে সঠিক ভাবে ক্ষতির টাকা পান। তিনি জানান, ইতিপূর্বে ২০১৫ সালে প্লাবনের ক্ষতির সময় মুখ্যমন্ত্রী বিদেশ থেকে দেশে ফিরে এসে চাষি ভাইদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন তাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল। যদিও এটি কেন্দ্রীয় সরকারের ফান্ড। তা সত্ত্বেও আমরা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ চেক দিয়েছিলাম। সেই টাকা আজ পর্যন্ত কেন্দ্রের কাছ থেকে আমরা পাইনি। তিনি আরও বলেন, আপনারা জানেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনেক আর্থিক প্রতিকূলতা আছে।

তা সত্ত্বেও কৃষকদের কাছ থেকে এক পয়সা না নিয়েও তারা যাতে ফসলের বীমার টাকা পান তার চেষ্টা করা হয়। তাই দেখতে এসেছি, কী রকম ক্ষতি হয়েছে এবং কতজন এই বীমার টাকা পাবেন তা সুনিশ্চিত করা হবে। তার পরে আমরা দেখব কী ভাবে কৃষকের পাশে থেকে আরও সহযোগিতা করা যায়। কোথাও কোথাও প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। বর্ধমান ১ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় অর্ধেকের বেশি ধান ঝড়ে গেছে। রোজই কোথাও না কোথাও ক্ষতি হচ্ছে। তাই এক্ষুনি বলা সম্ভব নয় মোট ক্ষতির পরিমাণ বলে তিনি জানিয়েছেন।

# বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সদন তা, সভাপতি উদয় মুখার্জী

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ** প্রত্যাশা মতো ফের বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে মাত্র ২৫ ভোটে জিতে সম্পাদক নির্বাচিত হলেন সদন তা। শনিবার বর্ধমান আদালতে বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন ছিল। সদন তা এর সাথে মূল লড়াই ছিল আইনজীবী অরূপ দাসের। ফলাফল শেষে দেখা গেছে সদন তা নির্বাচনে পেয়েছেন ৩১৩টি ভোট সেখানে অরূপ দাস পেয়েছেন ২৭৮টি ভোট। সভাপতির পদে মূল লড়াই হয় আজিজুল হক মন্ডল ও উদয় মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে। দেখার বিষয় ছিল মাস কয়েক আগে আজিজুল হক মন্ডল কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। তিনি কতখানি বারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য উদয়বাবুকে বেগ দিতে পারেন। ফলাফলে দেখা গেছে উদয় মুখোপাধ্যায় যেখানে পেয়েছেন ৩৩১টি ভোট সেখানে আজিজুলবাবু পেয়েছেন ২৩৯টি ভোট।

সহ সভাপতি পদে প্রার্থী হয়েছিলেন আলি ইমাম শাহ, কানাইলাল মিত্র, পীযূষরঞ্জন ব্যানার্জী ও তিতাস চৌধুরি। সেখানে তিতাস চৌধুরী ২৭২ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। সহ সম্পাদক পদে এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মোট দশ জন। সঞ্জয় ঘোষ, হরিদাস মুখোপাধ্যায়, মোল্লা মহতাব উদ্দিন, পার্থ হাটি, উদয় শংকর কোনার, সৌম্যজিত চৌধুরি, শান্তিরঞ্জন হাজরা, অর্নব দে, লোকনাথ দে, মহম্মদ আলি আফজজ লড়াইয়ে আছেন। এদের মধ্যে এবারের নতুন মুখ অর্ণব দে ও লোকনাথ দে। এদের মধ্যে সঞ্জয় ঘোষ ৩৪১টি ভোট, পার্থ হাটি ২৪৩ টি ভোট, মোল্লা মহতাব উদ্দিন ২২৯ টি ভোট ও হরিদাস মুখার্জী ২১৪টি ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। অডিটর পদে লড়াই ছিল কল্যাণ মাজির সঙ্গে ঋষভ রুজের। ৪১৫ ভোট পেয়ে কল্যাণ মুখার্জী অডিটর নির্বাচিত হয়েছেন।

# আসানসোলে এলইডি লাইটের শিলান্যাসে জিতেন্দ্র ও তাপস

**নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ** শনিবার আসানসোলের কালিপাহাড়ি ও উষাগ্রামে দুটি পৃথক রাস্তায় এলইডি লাইট লাগানোর কাজের শিলান্যাস করেন মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারি ও বিধায়ক তথা আসানসোল দুর্গাপুর ডেভলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়। আসানসোলের উষাগ্রাম এলাকা থেকে রাস্তাটি ডামা মোড় পর্যন্ত লাইট লাগানোর কাজ শুরু হয়েছে। শনিবার তারই শিলান্যাস করেন তাপসবাবু। এদিন এডিডিএর চেয়ারম্যান তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মেয়র সাহেব একটি চিঠি করেছিলেন। যে প্রচুর মানুষ এটা দিয়ে যাতায়াত করেন। মানুষের সুবিধার জন্য এটা করা হল। শনিবার এই অনুষ্ঠানে এসে মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারি বলেন, তাপস বাবু যখন মেয়র ছিলেন তখন এখানে লাইট দিয়েছিলেন। এখন এডিডিএর চেয়ারম্যান হয়ে এলইডি লাইট করছেন। আসানসোলের মানুষ যখন যা চাই আমরা করছি। অপরদিকে আসানসোলের কালিপাহাড়িতেও এলইডি লাইট লাগানোর কাজ শুরু হয়েছে। কালিপাহাড়ি এাকায় শিলান্যাস করে তাপসবাবু বলেন, এই রাস্তাটা অত্যন্ত জনবহুল এলাকা। এদিক দিয়ে ডামরা, তিরাট, চুরুট দিয়ে রানিগঞ্জ যাওয়া যায়। আগামী এক মাসের মধ্যে আশা করি কাজটা শেষ হয়ে। পাশাপাশি মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারি বলেন, ভোটের আগে আমরা বলেছিলাম রেজাল্ট যাই হোক আমরা এই কাজ করব। আজকে ভাল লাগছে তাপসদা মেয়র থাকাকালীন এখানে লাইটিং এর কাজ হয়েছিল। উনি এডিডিএর চেয়ারম্যান হওয়ার পর এখানে এলইডি লাইট লাগছে। আগামী দিনে এখানকার মানুষ আমাদের সাথে থাকবে, আমরা আরো উন্নয়ণ এর কাজ করব। আসানসোলের বিভিন্ন রাস্তা গুলিতে লাইট লাগানোর কাজ শুরু হবে বলে কয়েক দিন আগে সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়ে ছিলেন পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র তাবাস্যুম আরা। শনিবার আসানসোলের দুটি পৃথক রাস্তায় এলইডি লাইট লাগানোর কাজ শুরু হয়েছে এডিডিএর পক্ষ থেকে। আগামী দিনে শিল্পাঞ্চলের সমস্ত বড় রাস্তাতে এলইডি লাইট লাগানো হবে বলে আশাবাদী আসানসোলের মানুষ।

# অটো-টোটো-বাস নিয়ে বৈঠক

**নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ** আসানসোলে অটো, বাস ও টোটোর চলাচলে সমস্যা সমাধানে আসানসোলের সার্কিট হাউসে এক বৈঠক করেন জেলাশাসক শশাঙ্ক শেঠি। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আসানসোলের মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারি, আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক, এসডিএম প্রলয় রায়চৌধুরি সহ পুলিশের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। উল্লেখ্য, আসানসোলে মিনিবাস ও অটো চালকদের মধ্যে যাত্রী তোলাকে কেন্দ্র করে একটি গন্ডগোল বাধে। পুরনিগমের পক্ষ থেকে আসানসোলে অটো চালকদের নির্দিষ্ট আইন মেনে রুটের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানানো হয়। সে সময় বাস চালকদের অভিযোগ বাস রুটের যাত্রী তুলছে অটো চালকরা। শনিবারের বৈঠক শেষে জেলাশাসক শশাঙ্ক শেঠি বলেন, অটো নিয়ে বৈঠক হয়েছে। মেয়র সাহেব ও মন্ত্রী সাহেব ছিলেন। ট্রাফিক ও পার্কিং নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বৈঠক শেষে আসানসোলের মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারি বলেন, আসানসোল পুরনিগমের পক্ষ থেকে অটো নিয়ে সার্ভের কাজ শুরু হয়েছে। সার্ভের উপরে কি করে অটোর পারমিশন দেওয়া যায় সেটা আমরা দেখব। অটোর জন্য পার্কিং এর ব্যবস্থা করা হবে, বাস চলাচলে যাতে কোন অসুবিধা না হয় সেটাও দেখা হবে।

# থানার গাড়ি চালকের রহস্য মৃত্যু, পুলিশের লাঠিচার্জ, গ্রেপ্তার ৮

**নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ** থানার গাড়ির এক চালকের রহস্যমৃত্যুকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতাল। মৃত চালকের ময়নাতদন্তের সময় পুলিশের ওপর আক্রমণ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশের ব্যাপক লাঠিচার্জ। গ্রেপ্তার ৮ জন। দুর্গাপুরের নিউটাউনশিপ থানার গাড়ি চালাতো সাহাবুদ্দিন খান (২৪) নামক এক চালক। তার বাড়ি দুর্গাপুর থানা এলাকার বেনাচিতি প্রান্তিক এলাকায়। গত কয়েকবছর ধরে সে তার পরিবার নিয়ে প্রান্তিক বস্তি ছেড়ে নিউটাউনশিপ থানার পাশেই থাকতো। শুক্রবার রাতে সে তার ওই ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে বলে নিউটাউনশিপ থানার পুলিশের দাবি। মৃতের পরিবারের দাবি যে তাদেরকে পুলিশ কিছুই জানায়নি সাহাবুদ্দিনের মৃত্যুর বিষয়ে। সাহাবুদ্দিনের পরিবারকে ওই থানার অন্যান্য গাড়ির চালকরাই খবর দিয়েছে বলে দাবি মৃতের পরিবারের লোকেদের। মৃতের দাদা সালাউদ্দিন খানের অভিযোগ, আমার ধারণা এই থানার এক পুলিশ আধিকারিকের সাথে আমার ভাইয়ের বইয়ের অবৈধ সম্পর্কের জেরেই আমার ভাইকে এভাবে মরতে হল। আমার ভাইয়ের দেহে আঘাতের চিহ্ন ছিল। শনিবার সাহাবুদ্দিনের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়। এরপরেই মৃতের পরিবারেরা নিউটাউনশিপ থানার পুলিশের ওপর চড়াও হয় হয়ে অভিযোগ। পুলিশকে মারধরের পাশাপাশি হাসপাতালের বেশকয়েক জায়গায় পুলিশের সামনেই ভাঙচুর চালানো হয়। এরপরে ঘটনাস্থলে ডিসি (১) অভিষেক মোদী এবং এসিপি (পূর্ব) বিমল মন্ডলের নেতৃত্বে কমব্যাট ফোর্স সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী আসে। ব্যাপক লাঠিচার্জ করে যারা হাসপাতালে ভাঙচুর চালায় তাদের ওপর। ঘটনাস্থল থেকে ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ডিসি (১) অভিষেক মোদী জানান, আত্মহত্যার ঘটনার পরে তার পরিবারের লোকেরা উত্তেজিত হয়ে হাসপাতালে ভাঙচুর চালায়। পুলিশের কাজে বাধা দেয়। তাই পরিসিথিতি সামাল দিতে সামান্য লাঠিচার্জ করতে হয়েছে। এই অভিযোগে ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

# ক্ষতিপূরণের দাবিতে সিপিএমের ডেপুটেশন

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ** ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে মন্তেশ্বরের বিডিও অফিসে ডেপুটেশন দিলেন সিপিএমের বামপন্থী কৃষক ও খেতমজুর সংগঠন। মন্তেশ্বরের বিডিও অফিসে ডেপুটেশন দিলেন সিপিএমের বামপন্থী কৃষক ও খেতমজুর সংগঠন।

মন্তেশ্বরের বিডিও অফিস চত্বরে বৈকাল ৪টা নাগাদ এই ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন কৃষক সভার জোনাল কমিটির সদস্য হামিদ সেখ, ধনঞ্জয় সামন্ত, আনসারুল আমান মন্ডল, লক্ষী ঘোষ সহ কর্মীসমর্থকরা। এইদিন ১০ দফা দাবির ডেপুটেশনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শর্ত হিসাবে সিপিএম নেতৃত্ব কেন্দ্র ও রাজ্যের কৃষক বিরোধী নীতির প্রতিবাদ করেন। ভাগচাষী, বর্গাদার ও অন্যান্য কৃষকদের গত দুদিনে ঝড়, জল ও শিলাবৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে মন্তেশ্বরের বিডিওকে ডেপুটেশন দেন ওই সংগঠনের নেতারা।

কৃষকদের থেকে সহায়ক মূল্যে ধান কেনা সহ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় কোন দলবাজি করা যাবে না বলে তারা স্মারকলিপিতে উল্লেখ করেন। মন্তেশ্বরের বিডিও বিপ্লব দত্ত জানান, এদিন একটি ডেপুটেশন জমা পড়েছে।